দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 07 MAY 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মির্জাপুরে এক হাজার ২০০ শিক্ষক নতুন পে-স্কেলে বেতন পাচ্ছেন না

মীর আনোয়ার হোসেন টুটুল, মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১ হাজার ২০০ প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক নতুন জাতীয় পে-স্কেলে বকেয়া বেতন ও টাইম স্কেলের বকেয়া বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাহিদা মত উৎকোচ দিতে না পারায় শিক্ষকরা তাদের প্রাপ্য বেতন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে তারা সম্প্রতি সাংবাদিকদের জানান।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্ধারিত সময়ে টাইম স্কেল ও বকেয়া বেতনের বিল শিক্ষা অফিসে জমা দিলেও শিক্ষা অফিসার বকেয়া বিলে স্বাক্ষর করছেন না। শিক্ষকরা জানান, শিক্ষা অফিসের দুর্নীতিবাজ অফিস সহকারী, কতিপয় সহকারী শিক্ষা অফিসার এবং শিক্ষা অফিসার শিক্ষকদের জিম্মি করে ঘুষ দাবি করেছেন। জানা গেছে, মির্জাপুর উপজেলার একটি পৌরসভা ও ১৪টি ইউনিয়নে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৭৬ টি। এসব বিদ্যালয়ে প্রায় ১ হাজার ২০০ শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, নতুন পে-স্কেলে ২০১৫ সালের জুলাই থেকে নতুন স্কেলের সঙ্গে বকেয়া বেতন পাওয়ার কথা। অধিকাংশ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নতুন স্কেলে বেতন ভাতা ও বকেয়া টাইম স্কেল পেয়েছেন। কিন্তু মির্জাপুর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের অধীনে থাকা শিক্ষকরা ২০১৫ সালের ৬ মাস এবং ২০১৬ সালের ৪ মাস-সহ মোট ১০ মাসের বকেয়া বেতন ও আগের টাইম স্কেলের বকেয়া বেতন পাচ্ছেন না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক জানান, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এই অফিসে ফাইল আটকিয়ে নিরীহ শিক্ষকদের হয়রানি করা হয়। উল্লেখ্য, শিক্ষা অফিসের দুর্নীতির কারণে ২০০৬ সালের উন্নীত স্কেলের বকেয়া বেতন, ২০০৮ ও ২০০৯ সালের টাইম স্কেলের বকেয়া টাইম স্কেলের বকেয়া বেতন অদ্যাবধি পাননি ১০৫ জন শিক্ষক। এ ব্যাপারে মির্জাপুর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. খলিলুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, নতুন স্কেলে বকেয়া বেতন ও টাইম স্কেলের বকেয়া বেতন দেয়ার জন্য অফিসের কর্মচারীরা কাজ করে যাচ্ছেন। অচিরেই শিক্ষকরা তাদের বকেয়া বেতন পাবেন বলে তিনি জানান।